দৈনিক বাংলা

CC 024

তারিখ ... 6/3/85 ...
পৃষ্ঠা ... 1 কলাম 6 ...

স্কুল পাঠ্যপুস্তক বিতরণের খতিয়ান

১৯৮৫ শিক্ষাবর্ষে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে ১ম থেকে ৪র্থ শ্রেণী পর্যন্ত সরকারী খরচে বিতরণের জন্য নির্ধারিত প্রায় ৩ কোটি বইয়ের মধ্যে এ পর্যন্ত সারা দেশে ২ কোটি ৫৪ লক্ষ বই বিতরণ করা হয়েছে। ৫ম শ্রেণীর জন্য মোট চাহিদা ২৮ লক্ষ বইয়ের মধ্যে ১৭ লক্ষ ৩০ হাজার বই এজেন্টদের মাধ্যমে অর্ধেক মূল্যে বিক্রয়ের জন্য বাজারজাত করা হয়েছে। শ্রেণী ভিত্তিক প্রথম শ্রেণীর পাঠ্য বই গড়ে ৮২%, দ্বিতীয় শ্রেণীর

(শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

পাঠ্যপুস্তক

(১ম পৃঃ পর)

বই ৮২%, তৃতীয় শ্রেণীর বই ২২%, ৪র্থ শ্রেণীর বই ৭০%, এবং ৫ম শ্রেণীর বই ৬২% বিতরণের কাজ শেষ হয়েছে। বাকী বইগুলোর মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগ বই আগামী ৩১শে মার্চের মধ্যে সরবরাহ করা সম্ভব হবে। অবশিষ্ট ২০% বই এপ্রিল মাসের ১০ তারিখের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা পরিদফতরকে বোর্ড সরবরাহ করতে সক্ষম হবেন। আশা করা যায়, সাথে সাথেই এসব বইয়ের বিলি বন্টন সমাপ্ত হবে। খবর তথ্য বিবরণীর।

৬ষ্ঠ শ্রেণীর বিভিন্ন বইয়ের মোট চাহিদার পরিমাণ ১৪ লক্ষের মধ্যে ৯০% বই এবং ৭ম শ্রেণীর মোট চাহিদা ১২ লক্ষ বইয়ের মধ্যে ৯১% বই বাজারজাত করা হয়েছে। ৯ম শ্রেণীর ৯টি বই ও ৮ম শ্রেণীর অংক বই বাদে অন্যান্য সব বই বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির মাধ্যমে ইতিমধ্যে বাজারে ছাড়া হয়েছে। ৯ম শ্রেণীর বাংলা গদ্য, পাটিগণিত ও বীজগণিত, ইতিহাস, অর্থনীতি, এবং আধুনিক বিজ্ঞান আগামী ৯ই মার্চ বাজারে ছাড়া হবে। ৮ম শ্রেণীর অংক বই এ মাসের শেষ সপ্তাহে এবং ৯ম শ্রেণীর গার্হস্থ অর্থনীতি ও সাধারণ বিজ্ঞান এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে বাজারজাত করা সম্ভব হবে।

প্রাথমিক স্তরের ১ম শ্রেণী থেকে ৪র্থ শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যবই সরকারী খরচে, ৫ম শ্রেণীর বই অর্ধেক মূল্যে এবং মাধ্যমিক স্তরের ৬ষ্ঠ শ্রেণী ও ৭ম শ্রেণীর পাঠ্যবই পূর্ণ মূল্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সটবুক বোর্ড মুদ্রণ ও বিতরণ করে থাকেন। অন্যদিকে ৮ম ও ৯ম শ্রেণীর যাবতীয় পাঠ্য বই মুদ্রণ ও বিতরণের দায়িত্ব বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির উপর ন্যস্ত। সামগ্রিকভাবে প্রচলিত নিয়মানুসারে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সটবুক বোর্ড পাঠ্যবই প্রণয়ন, প্রকাশনা ও বিতরণের প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

স্মরণ করা যেতে পারে যে গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী এক সরকারী তথ্য বিবরণীতে স্কুল পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বিতরণের বিলম্বের কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এতে বলা হয়, কাগজ সরবরাহে অনিশ্চয়তা, বৈদ্যুতিক পিক লোড আওয়ার তিন ঘন্টা থেকে ছয় ঘন্টায় বৃদ্ধি পাওয়ায় পুস্তক মুদ্রণে ও বাঁধাই কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি এবং আকস্মিকভাবে পুস্তক বাঁধাই শ্রমিকদের দীর্ঘকাল ধর্মঘটের ফলে পাঠ্যপুস্তক বাঁধাই ও ছাপার কাজ অহেতুক বিলম্বিত হয়।